খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-4 Bardhaman , 30 July 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

- ‘ বামেদের সরানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এই পরিবর্তন চাই নি’ ,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চিঠি অপর্ণা সেনের। পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বে হিংসার ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন তিনি।
- ১৬ আগষ্টের মধ্যে পঞ্চয়েত বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জয়ী প্রার্থীদের ভাগ্য ঝুলে থাকলেও বোর্ড গঠনে বাধা নেই।
- ভোটারের চেয়ে ভোট পড়ল বেশি ! বুথে ভোটার ১৪৮১, ভোট পড়েছে ২১৭৭ ! ভোটার ১৫২৯, ভোট পড়েছে ১৭৪০ ! ভোটার ১৪৮৮, ভোট পড়েছে ২৪৯৬ ! ভুতুড়ে ভোটে বিস্মিত বিচারপতি ! হাবড়া ২ নং ব্লকের দিঘরা মালিকবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটে বেলাগাম কারচুপির অভিযোগ। বিস্মিত বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ৪ আগষ্ট বিডিও’র রিপোর্ট তলব করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ আগষ্ট।
- ভোট বয়কটের বুথে পড়ল ৯৫ শতাংশ ভোট ! বিস্মিত বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আইজি- ডিজিকে অনুসন্ধান করে ৩ আগষ্টের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের। জ্যাংরা হাতিয়ারা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ টাউন শহর এলাকার ঘটনা।
- লক্ষীর ভান্ডারে এবার মুসলিম মহিলাদেরও হাজার টাকা করে দেওয়ার দাবি তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ূন কবীরের।
- জামালপুর ব্লকে রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পে অতি ধীর গতিতে চলছে রাস্তার কাজ,অভিযোগ। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির ফলে সমস্যা আরও বেড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।
- পঞ্চায়েত নির্বাচনে আহতদের দেখতে পিজিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আহতদের হাতে তুলে দিলেন আর্থিক সহায়তার চেক।
- চব্বিশের লোকসভা ভোটে এবার লড়াই ইন্ডিয়া বনাম এনডিএ-র। বেঙ্গালুরুতে ঠিক হল বিজেপি বিরোধী মহাজোটের নাম - ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বা ইন্ডিয়া।
- ইডির হাতে গ্রেফতার কলকাতার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী কৌস্তুভ রায়। পিনকন আর্থিক দুর্নীতি মামলা সহ

(এরপর চারের পাতায়)

লোকসভা ভোটের আগে গ্রাম বাংলার মন পেতে মমতার মাস্টারস্ট্রোক!

১০০ দিনের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য রাজ্যের নতুন প্রকল্প ‘খেলা হবে’ !

ইসরাইল মল্লিক ঃ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতে না হতেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। আর ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল। পিছিয়ে নেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষেই গেছে গ্রাম বাংলার রায়। লোকসভা নির্বাচনেও গ্রাম বাংলার মানুষের মন পেতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। ১০০ দিনের কাজ বাবদ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা কোটি কোটি টাকা। ১০০ দিনের কাজ না পেয়ে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষ। তার সঙ্গে নোট বন্দী এবং করোনা পর্বে লকডাউনের পর থেকেই বাজারে দেখা দিয়েছে চরম আর্থিকমন্দা। দিন দিন বাড়ছে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা। চরম আর্থিক দুরবস্থার শিকার গ্রাম বাংলার দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষ। প্রায় দু’বছর হতে চললো রাজ্যে বন্ধ ১০০ দিনের কাজ। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরিও এখনও পান নি শ্রমিকরা। এই পরিস্থিতিতে তাদের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলায় একুশের শহীদ দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ১০০ দিনের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য রাজ্যের নতুন প্রকল্প ‘ খেলা হবে’। ‘খেলা হবে’ এখন আর নিছক একটি রাজনৈতিক শ্লোগান নয়। এবার রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত হল ‘খেলা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

রাস্তার ধারে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে সারি সারি মরা গাছ ! বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শঙ্কিত পথ চলতি মানুষজন

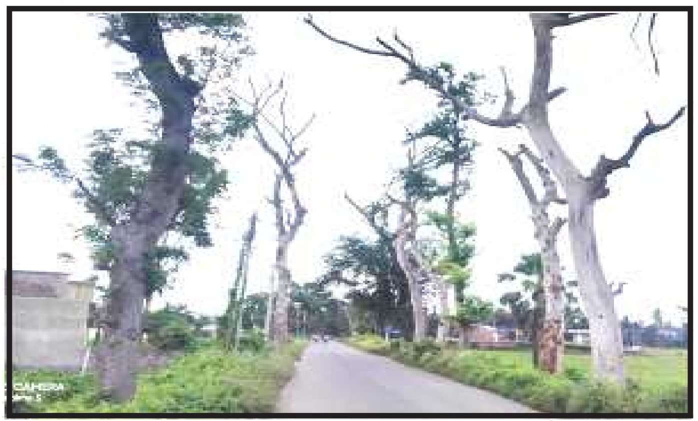

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রামমোড় থেকে গুড়াপ যাবার পথে এবং খানপুর জৌগ্রামমোড় থেকে বালিডাঙ্গা যাবার পথে রাস্তার দু’ধারে বিপজ্জনক অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু বড় বড় শুকনো মরা গাছ। তার ডালপালা কবে কার ঘাড়ে ভেঙ্গে পড়বে, কেউ জানে না। মাঝে মধ্যে যে দু’চারখানা ভাঙ্গে না, তা নয়। গাছগুলি অবিলম্বে কাটা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ জন। কিন্তু গাছ আর কাটা হয় না।

এখন এই বর্ষার সময় আতঙ্ক আরও বাড়ছে। এই বর্ষার সময় গাছগুলি ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কায় পথ চলতি মানুষ। ঝড় জলে মাথায় ডাল ভেঙ্গে পড়ার আতঙ্ক নিয়েই এই পথ দিয়ে চলাফেরা করেন এলাকার বাসিন্দারা। ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষদের যখন তখন গাছের ডালপালা আছড়ে পড়ছে রাস্তার ওপর। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় বিপদ, আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যাতায়াতের সময় গাছ ভেঙ্গে পড়লে বা গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়লে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। মরা গাছগুলি যাতায়াতের সময় পথচারীর উপর ভেঙ্গে পড়লে প্রাণহানির সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে যাত্রীবাহী বাস, যাত্রীবাহী ট্রেকার, যাত্রীবাহী টোটো সহ শয়ে শয়ে গাড়ি। স্থানীয় স্কুল- কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও এই রাস্তা দিয়েই যাওয়া আসা করে। পথচারী ও গাড়ি চালকদের দাবি, দ্রুত এই মরা গাছগুলি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেটে নেওয়া হোক। না হলে যেকোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা এড়াতে মরা গাছগুলি অতিদ্রুত কেটে রাস্তার ধার থেকে সরিয়ে দিক প্রশাসন,এই দাবিতে সরব স্থানীয় বাসিন্দারাও।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিধন্য অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের মূল ভবন ও ছাত্রাবাস !

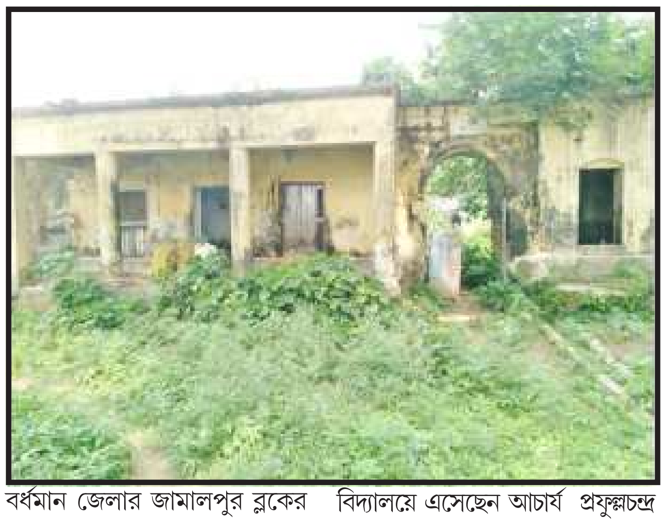

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দানবীর রায়বাহাদুর মন্মথনাথ পাল ১৯১৪ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অমরপুরে প্রতিষ্ঠা করেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয় - অমরপুর বিমলা কৃষি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন ঢাকার নবাব সেলিমউল্লাহ। একাধিকবার এই বিদ্যালয়ে এসেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কিন্তু বর্তমানে অনাদরে অবহেলায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে দানবীর রায়বাহাদুর মন্মথনাথ পাল প্রতিষ্ঠিত

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা লেখা পাঠান হোয়াটস অ্যাপে (৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮) টাইপ করে ৩১ আগষ্টের মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে প্রকাশিত হবে। পাঠাতে পারেন ছোটগল্প, কবিতা, রম্যরচনা, অনুগল্প এবং ভ্রমণ কাহিনী। কবিতা ২০ লাইনের মধ্যে, ছোটগল্প - ৫০০ শব্দের মধ্যে,অনুগল্প - ২০০ শব্দের মধ্যে ,রম্যরচনা - ৩০০ শব্দের মধ্যে এবং ভ্রমণ কাহিনী - ৫০০ শব্দের মধ্যে।

খবর সোজাসুজি
Volume-1 Issue-4 30 July 2023

শিক্ষা এত অবহেলিত কেন ?

বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষার বেহাল দশা ! দীর্ঘ দিন ধরেই শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। সাইকেল, জুতো,স্কুল ব্যাগ, ড্রেস, ট্যাব/ মোবাইল,মিড ডে মিল - এই সবের হিসাব রাখতেই ব্যস্ত স্কুল শিক্ষকরা। এছাড়াও আছে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির কাজ। এ সব কাজ করতে গিয়ে স্কুলের মূল উদ্দেশ্যটাই এখন যেন গৌণ হয়ে পড়ছে। আবার সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নেও ব্যবহার করা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। দুয়ারে সরকার শিবির তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে বন্ধ থাকছে পঠন পাঠন। আবার অত্যধিক গরমের কারণেও অযৌক্তিক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকছে স্কুল। তার ওপর আবার শিক্ষকদের দিয়ে করানো হচ্ছে ভোটের কাজ। এর ফলেও বন্ধ থাকছে স্কুল। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়াশোনা। সব ক্ষেত্রেই আঘাত নেমে আসছে স্কুল শিক্ষার ওপর। শাসক থেকে বিরোধী, কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই স্কুল শিক্ষা নিয়ে। পড়াশোনা চুলোয় যাক, রাজনীতি বজায় থাক - এই মানসিকতা নিয়েই যেন চলছে সবাই। আর ভোট এলেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের রাখা হচ্ছে স্কুলগুলিতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কি তাদের রাখার আর জায়গা নেই ? পড়াশোনা তো লাটে উঠছে। শিক্ষা এত অবহেলিত কেন বাংলায় ? এ প্রশ্ন ওঠাই তো স্বাভাবিক। বই, ব্যাগ, জুতো, পোশাক সবই দেওয়া হচ্ছে স্কুল থেকে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটাই তো ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষক যে কেরানি নয়, মানুষ গড়ার কারিগর - এই কথাটা যেন আমরা ভুলতে বসেছি এখন। রাজ্যের শাসকদল তো বিদ্যালয়গুলিকে ‘প্রকল্প সেন্টার’ বানিয়ে ফেলেছে, যা মোটেই কাম্য নয়। শিক্ষাদান করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। অন্য কাজে শিক্ষকদের ব্যতিব্যস্ত রেখে শিক্ষাদানে ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক নয়। তাই শিক্ষা আধিকারিকদের বাস্তবের মাটিতে পা রেখে পরিকল্পনা করা উচিত। কারণ বিদ্যালয়গুলি তৈরি হয়েছে পঠন পাঠনের জন্য। এটাই মুখ্য হওয়া উচিত,বাকি সব গৌণ।

চিনিকে চিনুন

পার্থ পাল

সেদিন ট্রেনের কামরায় এক ফল ফেরিওয়ালা বলছিলেন, তাঁর মুসুম্বি লেবুগুলো নাকি চিনির মতো মিষ্টি। শুনে এক সিট-গরম-করা যাত্রী বলে উঠলেন, ‘ তবে তো একমুঠো চিনি খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ‘ফেরিওয়ালা তখন বেগার মুখে বললেন, ’ তা ঠিকই বুঝেছেন। চিনি খেলে হবে সুগার ; অথচ মিষ্টি লেবু খেলে ভালো থাকবে লিভার। ’

কেন তিনি এমনটা বললেন তা জানতে চিনিকে চেনা জরুরি ।আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা পাপুয়া নিউগিনিতে প্রথম আখ গাছের দেখা মেলে। সেখানকার মানুষজন গাছের কান্ডটিকে অমৃত ভেবে চিবিয়ে খেতেন। বিভিন্ন রোগের উপসমে বা মনে স্ফূর্তি আনতে আখই ছিল তাদের সহায় সম্বল। গৃহপালিত শুকরেরাও খেত সেই আখ। এরপর সমুদ্র নাবিকদের জাহাজে চড়ে আখ গাছের চারারা ভারতে আসে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে। দেখা যায় এদেশের মাটি আখ চাষের উপযোগী। তাই ঝাড়েবংশে বৃদ্ধি পেল এই ফসলের চাষ। নারকেলের মালায় আখের রস বা ‘ফনিতা’ ঢেলে তা পরিবেশন করা হতো বিশিষ্ট অতিথিদের। গুপ্ত যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ অব্দে বিজ্ঞান উন্নত হয়। বিজ্ঞানের হাত ধরে, রসায়নগারের কেরামতিতে ‘ ফনিতা ‘ থেকে এলো গুঁড়ো চিনি। ধাপে ধাপে দানাদার রূপও পেল তা। পরবর্তীকালে পারস্যের রাজারা এদেশ থেকে শিখে যান চিনি তৈরীর পদ্ধতি। তারও পরে আরবের সুলতানরা পারস্য জয় করার সাথে সাথে চিনির স্বাদেও মোহিত হন। এবং চিনির খবর পৌঁছে যায় ইউরোপের দোরগোড়ায়। সেখানে তখন ধর্মযুদ্ধ চলছিল। ব্রিটিশ ও ফরাসি ক্রুসেডাররা পূর্ব ইউরোপ থেকে যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় নিয়ে গেলেন চিনির স্বাদ নেওয়ার অ-পূর্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু হলে কি হবে, ইউরোপের মাটি, আবহাওয়া আখ চাষের উপযোগী নয়। গ্রীষ্মপ্রধান ও আর্দ্র পরিবেশে আখ চাষের ভালো হয়। তাহলে উপায় ?

আমেরিকা অভিযানের সময় কলম্বাস তাঁর জাহাজে নিয়ে গেলেন আখ গাছের অনেক চারা। এখনকার ওয়েস্টইন্ডিজের হিস্পানিওলাতে তাঁর নির্দেশে ও বন্দোবস্থাপনায় শুরু হলো আখ চাষ। ক্রমে জামাইকা আর কিউবার বৃষ্টিপুষ্ট অরণ্যকে পরিষ্কার করে তৈরি হলো চাষ জমি এবং ওখানকার অধিবাসীরা পরিণত হলেন আখ চাষের ক্রীতদাসে।

তবে পর্তুগাল তার লোভের লাগাম রাখতে পারল না। হয়ে উঠল বেপরোয়া। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলকে দখলে এনে সেখানে তারা শুরু করল আখ চাষ। এবং তার জন্য দাসের যোগান দিলো আফ্রিকা মহাদেশ। প্রায় এক লক্ষ দাসের ঘামের বিনিময়ে মিষ্টির স্বাদ নিতে থাকল ইউরোপ। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কমলো চিনির। চাহিদা বাড়ল আরও। তখন আরও নতুন দ্বীপ যেমন, পোর্তোরিকো, ত্রিনিদাদ বন হারিয়ে আখ চাষের জমিতে পরিণত হতে থাকল।

আখচাষ ও দাস ব্যবসার এমন ঘৃণ্য গট-বন্ধন থামলো ১৮০৭ সালে। যখন ব্রিটেনে দাস ব্যবসা আইনবিরুদ্ধ বলে স্বীকৃত হল। গৃহবধুরাও ক্রীতদাসদের উৎপাদিত চিনি খেতে অস্বীকার করলেন। ততদিনে অবশ্য প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ ক্রীতদাস তাদের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু চিনির চাহিদা যে তুঙ্গে। তাই চাহিদা মেটাতে এল যন্ত্র। হাতের বদলে এল হাতিয়ার। তাতে চিনি আরো সুলভ হল। এবং তার প্রায় সাথে সাথেই এলো এক দুঃসংবাদ! ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির চিকিৎসক টমাস ইউনিস রোগীর মূত্র পরীক্ষার সময় পেলেন ডায়াবেটিস রোগের হদিস। তিনি দেখলেন রোগীর মূত্র অস্বাভাবিক রকম মিষ্টি। কে যেন তাতে চিনি বা মধু মিশিয়ে দিয়েছে!

কিভাবে হয় এই রোগ ?

আমাদের শরীরের কোষ প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য শর্করা ব্যবহার করে। শর্করা দুপ্রকারের- গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ। চিনি থেকে খুব সহজে এই দুই প্রকার শর্করা পাওয়া যায়। গ্লুকোজ রক্ত থেকে সরাসরি কোষে প্রবেশ করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজকে কোষের দরজা পার হতে ইনসুলিন নামের হরমোনের অনুমতির প্রয়োজন। সেই ইনসুলিন আসে অগ্নাশয়ের হরমোন আইলেটস থেকে। ইনসুলিনের বেরিয়ে আসা দুটি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।প্রথম কারণ, অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া। তখন অতিরিক্ত রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসারের জন্য ইনসুলিন রক্তে মিশতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণের আঁতুরঘর হল যকৃত বা লিভার। ফ্রুক্টোজ প্রথমে আসে যকৃতে এবং ভাঙচুরের পরে পরিণত হয় ট্রাই-গ্লিসারাইডে। যা জমে জমে তৈরি করে ফ্যাটি লিভার। এর প্রভাবে যকৃতের কর্মদক্ষতা কমে যায়। বিঘ্নিত হয় ইনসুলিনের উৎপাদনও। এটিই টাইপ টু ডায়াবেটিস।

তাই মাত্রা ছাড়া চিনি নয়। মাত্রা ছাড়ালেই তা বিষ। দেখা গেছে, কোকেন, হেরোইন নিলে মাথায় যে উন্মাদনা হয়, রক্তে সরাসরি চিনির রস ইনজেকশন করলেও পাওয়া যায় একই রকমের উন্মাদনা! তাইতো, ভালোভাবে বাঁচার শর্তে চিনিকে চিনে রাখা খুব-ই জরুরি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেনজির সন্ত্রাস এবং গণনায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন।

পাঠকের কলমে--

কেমন লাগলো ? খবর সোজাসুজি

অপেক্ষার ওই প্রহর শেষে
আলোর প্রদীপ উঠলো জ্বলি’
দেউলে আজ আলোর নাচন,
মাতন হাওয়ায় ফুটলো কলি।
আবির্ভাবেই হৃদয়-জয়ী,
আপন সাজে সবার সেরা -
নতুন রূপে উপস্থাপন,
ভালোবাসার আবেশ ঘেরা।
আকাশ ছোঁয়ার অঙ্গীকারে
বজ্রকঠিন দৃপ্ত মুখে -
যতেক বাধার প্রাচীর ভেদি’
এগিয়ে চলার মন্ত্র বুকে!
জীর্ণ -জরা -কলুষ নাশি ‘
নতুন আলোর সূর্য উঠি ‘--
সমাজের এই দর্পণেতে
‘সত্যি’ ছবি উঠলো ফুটি’।
যেন আপন অনেক দিনের,
অপেক্ষাতে পেলাম খুঁজি ‘
আমার প্রাণের সবার প্রাণের
প্রিয় ‘ খবর সোজাসুজি। ’

সিদ্ধেশ্বর দত্ত
খানপুর ড্ড হুগলি

(প্রথম পাতার পর) লোকসভা ভোটের আগে গ্রাম বাংলার মন

হবে’। এই নতুন প্রকল্পে রাজ্যের কোষাগার থেকে টাকা খরচ করে দেওয়া হবে ১০০ দিনের জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ।

সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোর আগেই অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে আবারও হতে পারে দুয়ারে সরকার ।আর সেখানে নতুন সংযোজিত প্রকল্পের তালিকায় থাকতে পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত ১০০ দিনের জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য নতুন প্রকল্প ক্ষ্মখেলা হবেক্ষ্ম। একুশের মঞ্চেমুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই দুয়ারে সরকার শিবিরে ক্ষ্মখেলা হবেক্ষ্ম প্রকল্পকে যুক্ত করার জন্য প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে।

রাজ্যের টাকাতেই চলবে ক্ষ্মখেলা হবেক্ষ্ম প্রকল্প ।গরিব মানুষকে কাজ দিতে ১০০ দিনের কাজের বিকল্পে নয়া প্রকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। একুশের মঞ্চেএ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,ক্ষ্ম১০০ দিন না হোক,৪০-৫০ দিন কাজ করাতেই পারি ।আমরা বাংলার টাকায় নিজেদের ১০০ দিনের কর্মসূচি শুরু করার কথা ভাবছি।এর নাম দেব খেলা হবে। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ।বাংলার গরিব মানুষদের কথা ভেবে এই উদ্যোগ ।ক্ষ্ম দুর্গাপুজোর আগেই বাংলার মানুষের হাতে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই রাজ্যে আবার হতে পারে দুয়ারে সরকার শিবির ।সূত্রের খবর, দুয়ারে সরকার শিবিরেই ক্ষ্মখেলা হবেক্ষ্ম প্রকল্পের জন্য নাম লেখাতে পারবেন রাজ্যের গরিব মানুষ।

(প্রথম পাতার পর) রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে

অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের মূল ভবন ও ছাত্রাবাস ।এলাকাবাসীর দাবি, ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে অবিভক্ত বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের মূল ভবনটিকে অবিলম্বে সংস্কার করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোকগ্ধ।সংস্কার করা হোক ছাত্রাবাসটিরও। আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন জায়গাতেই ছাত্রাবাস তৈরি করছে রাজ্য সরকার ।আর এখানে তৈরি ছাত্রাবাস রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে ।ছাত্রাবাসটিকে সংস্কার করে আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিক রাজ্য সরকার, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন।
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY WEST BENGAL, INDIA 712308
AngelOne
www.angelone.in

‘ অটুট থাকুক প্রাণের স্পন্দন, শান্ত পৃথিবীকে সবুজ অভিনন্দন’— এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শহর বর্ধমানে পালিত হল বনমহোৎসব-২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ একটু ছায়ার সন্ধানে প্রায় সমস্ত মানবজাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। কিন্তু গাছ কেটে তৈরি করা হচ্ছে কংক্রিটের জঞ্জাল। তাই যত দিন যাচ্ছে তাপমাত্রা বাড়তে থাকছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের হাটগোবিন্দপুর এমসি হাইস্কুলে পালিত হল বনমহোৎসব।এই বছর বনমহোৎসবের ট্যাগলাইন হল ক্ষ্মঅটুট থাকুক প্রাণের স্পন্দন,শান্ত পৃথিবীকে সবুজ অভিনন্দন।এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,রায়নার বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি শম্পা ধাড়া,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বিদায়ী সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু, ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার নিশা গোস্বামী সহ প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ।

চক্রান্ত ফাঁস ! তৃণমূলকে ফাঁসাতে গিয়ে ফেঁসে গেলেন সিপিএম প্রার্থী দম্পতি !

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কথায় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তৃণমূলকে ফাঁসাতে গিয়ে নিজেরাই গেলেন ফেঁসে।সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জামালপুরের উত্তর মোহনপুরের সিপিএম প্রার্থী দম্পতি পঞ্চায়েত ভোটের আগে অপর জনকে দিয়ে নিজেদের বাড়িতে বোমা ফেলে দোষ চাপিয়ে ছিলেন তৃণমূলের ওপর।অভিযোগ দায়ের হয়েছিল থানায়। কিন্তু অবশেষে সত্য উদঘাটিত হল পুলিশি তদন্তে।ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সিপিএম কর্মী রাম সরকার এবং জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ নং বুথে পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম প্রার্থী সুশান্ত মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে জামালপুর থানার পুলিশ। বেপাত্তা সুশান্ত মন্ডলের স্ত্রী তথা জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৯ নং বুথে পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম প্রার্থী দেবিকা দেবনাথ।তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মণিপুরের আদিবাসী মহিলা নির্জাতনের
ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা
ধিক্কার!
ধিক্কার!
STOP VIOLENCE SAVE MANIPUR
ধনিয়াখালী ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস

মণিপুরে আদিবাসী মহিলা নির্যাচনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতাকে ধিক্কার জানিয়ে ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে গুড়াপের নেদামপুর থেকে তেলাকোনো পর্যন্ত মোমবাতি হাতে মৌন মিছিল।

মনিপুর নির্মম নারী নির্যাত
ধিক্কার মিছি
জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল
এবং সমস্ত শাখা সংগঠন

মণিপুরে নির্মম নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মেহেমুদ খাঁনের নেতৃত্বে জামালপুর পুলমাথা থেকে থানা মোড় পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভা

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

- ‘ সারদাকাণ্ডে জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রমাণ দেব সিবিআইকে’ , বিস্ফোরক দাবি শুভেন্দু অধিকারীর।
- জন্মদিন, বিয়ে বাড়ি বা অন্য কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দি গান বাজানো কপিরাইট আইনের মধ্যে পড়ে না,এর জন্য রয়্যালটিও দাবি করা যায় না, নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিল কেন্দ্র।
- হুগলিতে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে ! রাতারাতি বদল ২২ জন মন্ডল সভাপতি ! বিজেপির জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সেটিং -এর রাজনীতির অভিযোগ অপসারিত মন্ডল সভাপতিদের !
- ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভাঙড় নিয়ে নতুন ডিভিশন করতে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
- মানিক ভট্টাচার্যের নামে ৯৯ পাতার এফআইআর দায়ের করল সিবিআই।
- লোকসভায় নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল ‘ইন্ডিয়া’ জোট। ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার।এবার মোদী সরকারের শক্তি পরীক্ষা !
- কাজ করতে অপারগ !পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে ছুটিতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়! তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।
- ‘আমরা চেয়ারকে কেয়ার করি না। কোনও চেয়ার আমাদের চাই না। আমরা চাই দেশ থেকে বিজেপি রাজনৈতিক ভাবে বিদায় নিক। কারণ বিজেপিকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সব সীমা লঙ্ঘন করে দিয়েছে’, তৃণমূলের একুশের শহীদ সমাবেশেরে মঞ্চ থেকে বিজেপিকে কার্যত তুলোধুনা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ‘যাদের জীবন জীবিকা নির্ভর করে ১০০ দিনের কাজের টাকার উপর,তাদের টাকা আটকে রেখেছে এই ভারতীয় জনতা পার্টির জনবিরোধী, গরিব বিরোধী সরকার’, একুশের শহীদ সমাবেশেরে মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ‘ কোমরে জোর থাকলে উত্তর প্রদেশ পার হোক’ ,বকেয়া আদায়ে দিল্লি যাওয়ার ডাক প্রসঙ্গে অভিষেককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
- ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে মুকুল রায় !বিজেপির টিকিটে জিতে এ ডাল ওডাল করছেন !কখনও পদ্মে,কখনও ঘাসফুলে !মুকুল রায় এখন কোন দলে ? তৃণমূলে ? নাকি বিজেপিতে ? জল্পনা সর্বত্র।
- একুশের মঞ্চ থেকে ৫ আগষ্ট বিজেপি নেতা নেত্রীদের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক অভিষেকের। ব্লকে ব্লকে শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘেরাওয়ের কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ‘ইডি-সিবিআই লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করা যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস বিশুদ্ধ লোহা।যত হাতুড়ি মারবে তত শক্ত হবে। আগামী ২৪-এ জিতছে কে ?ইন্ডিয়া আবার কে’ একুশের মঞ্চে বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বেড়ে হল কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩.০০ টাকা, বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার।
- ‘নেতা নয়, নীতির লড়াই। এটা কোনো নির্বাচনী জোট নয়। দ্বেষ নয়, দেশ জিতবে। রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই প্রতি ইঞ্চিতে জারি থাকবে’ ,বললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
- বালতি উল্টানোর ক্ষমতা নেই,ওরা বাংলায় সরকার ফেলবে! বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- মনিপুরের ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন,‘মনিপুরের ঘটনাটি সকল দেশবাসীর মাথা লজ্জায় ঝুঁকিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঘটনা যেকোনও রাজ্যেরই হোক না কেন তা অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয়। আমি সকল মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ করব আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে সজাগ হতে। বিশেষ করে মা বোনেদের সম্মান রক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমি আশ্বস্ত করতে চাই কোনও দোষীকেই রেয়াত করা হবে না।’
- শুরু হয়েছে রক্তের আকাল।বর্ধমানে সরকারি এবং বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে ডোনার কার্ডে মিলছে না রক্ত,অথচ ডোনার নিয়ে গেলেই মিলছে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্ত, অভিযোগ।
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিলেন সৌমিত্র খাঁ।
- মিটেছে ভোট পর্ব। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সিংহভাগ আসন দখল করেছে শাসকদল।এবার শুরু হয়েছে পদে বসার লড়াই।
- বিতর্কিত ৬ হাজার বুথ !হতে পারে পুনর্নির্বাচন !বাড়ছে জল্পনা। জয়ী প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ এখন হাইকোর্টের রায়ের ওপর নির্ভরশীল।
- ‘ যারা হেরেও জেতার সার্টিফিকেট নিয়েছেন, তাদের কপালে দুঃখ আছে। আদালতের দ্বারস্থ হব’ , হুঁশিয়ারি দিলেন সুজন চক্রবর্তী।
- ভাঙড়ে যেতে বাধা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে! কি কারণে বাধা ? পুলিশের ‘জবাব’ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ নওশাদ সিদ্দিকী।
- হুগলির পান্ডুয়ায় ভোট গণনা কেন্দ্রের পিছন থেকে উদ্ধার সিপিএম এবং বিজেপির প্রতীকে ছাপ মারা ব্যালট পেপার! চাঞ্চল্য এলাকায়।
- বিজেপি বিরোধী জোট নিয়ে মুখ খুললেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক

(এরপর চারের পাতায়)

জীবনযুদ্ধে হেরে যাননি দিপালী

জয়দীপ মৈত্র ঃ শ্বশুরবাড়ির মানসিক অত্যাচার এবং অবহেলার প্রতিবাদে হাসপাতাল থেকেসদ্যজাতশিশুকন্যাকে নিয়ে সেই যে বাবার বাড়িতে চলে আসেন,আর শ্বশুরবাড়ি মুখো হন নি দিপালী দেবনাথ (৩২)। দিপালীর বাড়ি,বলা ভাল কুঁড়ে ঘর,দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বড়াইলে। মেয়েকে নিয়ে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে মুড়ি এবং চালভাজা বিক্রির পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। প্রতিদিন বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠের দৈনিক বাজারে গেলেই দেখা যাবে দিপালীকে মুড়ি বিক্রি করতে। দিপালীর সংসার, মেয়ে মৌমিতা এবং বাবা- মাকে নিয়ে। শুক্রবার সকালে ফুটবল মাঠের বাজারে কথা হচ্ছিল দিপালীর সঙ্গে। তিনি বলেন,'আজ থেকেপ্রায় সতেরো বছর আগে আমার বিয়ে হয় হরিরামপুরে। নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসার হওয়ায় নাবালিকা অবস্থায় বাবা গৌর দেবনাথ আমার বিয়ে দিয়ে দেয় হরিরামপুরের নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে। বাবা অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালাতেন। খুবই কষ্টের সংসার। ভেবেছিলাম শ্বশুর বাড়িতে একটু ভরপেট খেতে পারব। সুখ পাব। কিন্তু কোথায় কি! সেখানে সারাদিন বাড়ির কাজ করেও ভালোবাসা পেলাম না। কথায় কথায় গঞ্জনা এবং মানসিক অত্যাচার। এর মধ্যে সন্তান গর্ভে আসে। শত অত্যাচারেও মুখ বন্ধ করে থাকি। গর্ভ যন্ত্রনা নিয়ে হরিরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তিহই এবং কন্যা সন্তানের জন্ম দিই। হাসপাতাল থেকে সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে সেই যে চলে আসি, আর যাই নি। বাবার বাড়িতে থাকাকালীন বাবাই পরের জমিতে কাজ করে আমার এবং মেয়ের খরচ চালাতো। এখন মেয়ে বেশ বড় এবং ক্লাস টেনে পড়ে। কতদিন আর বাবার উপার্জনে মা মেয়ে খাব। কিছু একটা করতে তো হবে। অনেক চিন্তা করে পাঁচ বছর আগে বাদাম এবং ছোলা ভাজার দোকান দিলাম। সে ব্যবসা করে জীবনে প্রথমবার উপার্জন করতে শিখলাম। পরবর্তীতে মাত্র দুই বছর আগে আমি চাল কিনে বাড়িতেই মুড়ি এবং চাল ভেজে বিক্রি শুরু করি। এই ব্যবসা একটু বড় হতেই আমাকে সাহায্য করা শুরু করলেন বাবা এবং মা। আজ আমি মুড়ি, চালভাজার সাথে মুড়কি এবং খইও বিক্রি করি। আমি মাকে নিয়ে হাটখোলার বাজারে দোকান করি। বাবাকে মুড়ি চালভাজা এবং খইয়ের সম্ভার দিয়ে বুনিয়াদপুর হাটখোলার ফুটপাতে দোকান করে দিয়েছি। আজ বাবা অন্যের জমিতে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এই ব্যবসা করে যেটুকু আয় হয়, তাতে আমাদের মা বেটি এবং বাবা মায়ের সংসার চলে যাচ্ছে। আজ বুনিয়াদপুরের মতো জায়গায় তিন শতক জমির উপর টিনের বাড়িতে আমরা ভালোই আছি। মেয়ে আমার বংশীহারি গার্লস হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ছে। তার তিনটা টিউটরের বেতন, সংসার চালানোর খরচ - এই মুড়ির ব্যবসার আয় থেকেই চলে।' স্বামীর সংগে যোগাযোগ নেইপ্রশ্নে তিনি বলেন,'যে তার স্ত্রীকে তার মর্যাদা দেন নি এবং স্ত্রী মেয়ের খোঁজখবর এমনকি খরচ দেন না,তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? তবে, বছরে এক দুইবার বুনিয়াদপুরে আসেন এবং আমাকে দূর থেকে দেখে চলে যান। আজ আমার মেয়েও তার বাবার কথা বলে না। তবে টাকা বেশী থাকলে ব্যবসাটা বড় করতে পারতাম। ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাড়ালেও সুদ তো দিতে হবে। যদি সুদ না দিতে পারি। সেই ভয়েই ঋণ নিই নি। তবে,মহাজনরা ধারে চাল ধান দেন। সেই চাল ধান নিয়ে মুড়ি এবং খই ভেজে বিক্রি করি। এভাবেই বেশ চলে যাচ্ছে।' সংসার করতে ইচ্ছা করে না প্রশ্নে ছলছল চোখে তিনি বলেন,'জীবনে তো একবারই বিয়ে হয়। আর সেই বিয়েতে যখন সুখ পেলাম না, তো আর বিয়ে! এখন আমার একটাই স্বপ্ন। মেয়েকে শিক্ষিত করে ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়া এবং একটা পাকা বাড়ি। যেখানে বাবা মাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না এবং শান্তিতে ঘুমোতে পারবো', বলেই আঁচলে চোখ মোছেন দিপালী।

কুসুম'স বিউটি স্টুডিও পার্লার
এন্ড অ্যাকাডেমি
এখানে সমস্ত রকমের MAKE OVER & BEAUTICIAN কোর্স শেখানো হয়
Nail Art & Hair Extention করা হয়
Professional Make Up, Bridal, Basic, Diploma, Advance, Self Make Up, Party Make Up Etc.
Mob- 7478886320
খানপুর, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে

প্রো :- শেখ সাহাদাত
786
M : 9167136973
8597177731
এস. এস. গ্লাস হাউস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ফার্নিচার
এখানে সকল প্রকার এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিসেন এবং স্টিলের রেলিং এবং পি.ভি.সি দরজা, ফ্লাই দরজা এছাড়াও পর্দা যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়।
বিঃদ্রঃ- গ্লাস ও এ্যালুমিনিয়াম খুচরো ও পাইকারী পাওয়া যায়।
খানপুর, হাটতলা, হুগলী

মেশিনের দ্বারা পায়খানা
পরিস্কার করা হয়।
(২০০ ফুট পাইপ) (অনিলদা)
7076618570
9474462877
গুড়াপ, হুগলী

এক নজরে

(চার পাতার পর)

সীতারাম ইয়েচুরি। বেঙ্গালুরুতে বিরোধী দলগলির বৈঠকের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, ' বিজেপি এবং তৃণমূল দুই শক্তির বিরুদ্ধেই লড়বে সিপিআই(এম)। বিরোধী ঐক্য সব রাজ্যে একই ধরনের হবে না। ২০০৪ সালেও হয়নি। কিন্তু সে সময় বিজেপি সরকারকে কেন্দ্র থেকে হটানো গিয়েছিল '।

● 'বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে ইন্সুরেন্স করে যাবেন', হুঙ্কার ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার! তৃণমূলকে উত্তম মধ্যম প্রহার করে ভ্যানে করে হাসপাতালে পাঠানোর নিদান !

● রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় ১২৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্ধমান জেলা বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন সমিতির পরিচালনায় শক্তিগড়ে পুতুন্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন।

● ' গা ছাড়া মনোভাব দেখালে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে জানাব',নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইকে কড়া বার্তা দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

● প্রয়াত ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়।

●পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেনজির সন্ত্রাস এবং গণনায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল।

● বাড়িতে বাড়িতে জয়বাংলা। আতঙ্কে নয়,সচেতন থাকুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

● নামী কোম্পানির জল তোলার মেশিন নকল করে বিক্রির অভিযোগ! সিঙ্গুরে গ্রেফতার ৭ ব্যবসায়ী।

● তৃণমূল সরকারের আমলে তৃণমূল কাউন্সিলরের দখলে থাকা ফ্ল্যাট ফাঁকা করল পুলিশ ! বেনজির ঘটনা হুগলি জেলার কোন্নগরে ! কোর্টের রায়ে জয়ী হল আসল মালিক !

● অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি শারদ সংখ্যার জন্য।শুধু বাংলা নয়,আসাম থেকেও লেখা পাঠিয়েছেন অনেকে।আমরা কৃতজ্ঞ।লেখা পাঠানোর তারিখ ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত বাড়ানো হল।

● অভিষেক-রুজিরার বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার প্রত্যাহার করতে ইডি-কে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের।

● স্কুলে স্মার্টফোন নয়,পরামর্শ ইউনেস্কোর।রাষ্ট্রসংঘের সতর্কবার্তা,ডিজিটাল পদ্ধতির নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকলে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সামাজিক দায়বদ্ধতা ক্ষুন্ন হবে।

সামান্য বৃষ্টিতেই ধনেখালি বাজারের রাস্তার এই অবস্থা !

নাম ও পদবি পরিবর্তন

আমি রবীন চন্দ্র পরামানিক,পিতা - মৃত সুধীর চন্দ্র পরামানিক,সাকিম- গ্রাম কালনা, পোস্ট - শুড়ে কালনা,থানা - জামালপুর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান। আমি ০৪/০৪/২০২৩ বর্ধমান জর্জ কোর্টে ৮৩৭ No. 1St class Judicial Magistrate Affidavit বলে রবীন চন্দ্র দাস, পিতা - মৃত সুধীর চন্দ্র দাস ও স্ত্রী মাধবী দাস, স্বামী - রবীন চন্দ্র দাস থেকে রবীন চন্দ্র পরামানিক, পিতা - মৃত সুধীর চন্দ্র পরামানিক ও স্ত্রী মাধবী পরামানিক হয়েছি। উক্ত সকলে একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com